তারিখ ... 13 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও জেষ্ঠ্যতা

মো. সোয়েব মেজবাহউদ্দিন

গত ৩০ জুন সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য কোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। যে শূন্য কোটাগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য ছিল বা শূন্য রাখা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনটিআরসিএর একটি মহৎ উদ্যোগের ফলে সারা দেশের এই শূন্য কোটার তথ্য বের করে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই কাজের জন্য এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এনটিআরসিএর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করার পরও কতিপয় দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতিদের কারণে এসব পদগুলোতে নিয়োগ পাওয়া যায়নি। অর্থের বিনিময়ে নিয়োগের জন্য এই পদগুলো শূন্য রাখা হয়েছিল বলে অনেকে ধারণা করছে। এনটিআরসিএ কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের বা কতিপয় দালালের টাকার বিনিময়ে প্রভাষক বা শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া বন্ধ হলো।

আমাদের দেশে যখন বেকারত্বের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে এবং হাজার হাজার বেকার যুবক যখন শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করে চাকরির আশায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানে নিকট ধরনা দিচ্ছে, সেখানে সারা দেশে কয়েক হাজার শিক্ষকের পদ কেন শূন্য রাখা হয়েছে তার কারণ খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। যদিও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে সাংসদরা থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন সমস্যা হওয়ার কারণে সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে সাংসদরা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন না, এই মর্মে একটি আদেশ জারি করায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হয়তবা স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে আসবে। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ সাংসদদের নাম ভাঙিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কতিপয় অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক, প্রভাষক বা শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদানের নাম করে হাতিয়ে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। অনেক সময় নিয়োগ দিতে না পারলে টাকা আর ফেরত না দিয়ে আত্মসাৎ করতো। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কোনো নিয়োগ বন্ধ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে।

শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। কিন্তু এক সময় এই পেশায় বেতন কম ছিল এবং নিয়মিত বেতন পাওয়া যেত না, তাই অনেকে শিক্ষকতা পেশায় আসতেন না। বর্তমানে বেতন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে এবং বেকারত্বের কারণে একটি স্থায়ী চাকরির আসায় এই পেশার দিকে অনেকে আসতে শুরু করেছেন। যার প্রমাণ মেলে প্রতি বছরের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা। হাজার হাজার বেকার যুবক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু বিগত দিনের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করার পরও চাকরি না পেয়ে বেকারত্ব জীবন-যাপন করছে লক্ষ লক্ষ যুবক। অনেকের সরকারি চাকরির পেছনে ছুটতে ছুটতে চাকরির বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ায় হতাশায় ভুগছে। কিছুদিন পূর্বে এক যুবক ও যুবতীর চাকরি না পেয়ে আত্মহত্যার সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

এনটিআরসিএ কর্তৃক গত ৩০ জুন সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে শূন্য কোটার তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে এবং যারা শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার শুরুতেই পাস করার পরও এখন পর্যন্ত কোনো স্কুল বা কলেজে অনুদানের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে না পারায় চাকরি হয়নি, তাদের মাধ্যমে শূন্য কোটাগুলো পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এতে চাকরির বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ায় যারা হতাশায় ভুগছে তারা হয়তবা একটা নিশ্চিত চাকরি পেয়ে তারা হতাশা মুক্ত হবে। সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবে। কারণ তাদের সরকারি চাকরির বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার কষ্ট কিছুটা হলেও দূর হবে। তাই বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য আসনগুলো নিবন্ধন পরীক্ষায় বিগত দিনে পাস করা বয়স্ক বেকার যুবকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এতে হতাশাগ্রস্ত যুবকেরা আর বিপথে যাবে না।

● লেখক : গবেষক
ই-মেইল : soyeb4@gmail.com